



3297 - শরয়ি ওসলিা ও বদিাতী ওসলিা

প্রশ্ন

আমি ওসলিা সম্পর্ককে এটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি জানি কটে যদি কবররে কাছে ওসলিা তলব করে অথবা মৃত ব্যক্তরি কাছে প্রার্থনা করে সটো হবো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা এবং সটো অসঠকি। কনিতু এই কাজ যারা করে তাদরে একজন বলছে: নকেকার লোকরে কাছে জীবতি অবস্থায় দোয়া চাওয়ার মাঝে ভুলরে কী আছে? অনুরূপভাবে নকেকার মৃত অবস্থায় থাকলেও তার কাছে দোয়া চাওয়ার মধ্যে ভুল কতোথায়? আমি এই ভাইকে কীভাবে জবাব দতিে পারি? বধৈ ওসলিা কোনটি এবং অবধৈ ওসলিা কোনটি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

التوسل (তাওয়াসসুল) শব্দরে আভিধানকি অর্থ নকৈট্য অর্জন। এ অর্থতে আল্লাহর বাণী:

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

[الإسراء: 57]

“তারা তাদরে রবরে নকৈট্য হাসলিরে জন্য ওসলিা অনুসন্ধান করে।” [সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৫৭] অর্থতে এমন কছু যা তাদরেকে আল্লাহর নকিটে নিয়ে যাবে। ওসলিা দুই প্রকার: শরয়িত অনুমোদতি ওসলিা ও নষিদিধ ওসলিা:

শরয়িত অনুমোদতি ওসলিা:

সটো হলো আল্লাহর কাছে যা কছু পছন্দনীয় তথা ওয়াজবি বা মুস্তাহাব ইবাদতগুলোর মাধ্যমে তাঁর নকৈট্য অর্জন করা; চাই সে ইবাদতগুলো কথা হোক, কাজ হোক কথিবা বশ্বিাস হোক। এ ওসলিা কয়কে প্রকার:

এক: আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য তালাশ করা। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে। অতএব তোমরা তাঁকে সসেব নামে ডাকবো। আর যারা তাঁর নামসমূহ বকিত করে, তাদরেকে বর্জন করবো; তাদরে কৃতকর্মরে ফল অচরিহে তাদরেকে দেওয়া হবে।” [সূরা আল-আরাফ ৭:১৮০] বান্দা আল্লাহ তায়ালা কাছে দোয়া করার সময় কাম্য বষিয়রে সাথে মানানসই হয় এমন নামকে প্রাধান্য দবি। যমেন: দয়া চাওয়ার সময় আর-রহমান (পরম দয়ালু) নামকে



প্রাধান্য দবিবে। ক্షমা চাওয়ার সময় আল-গাফূর (ক্షমাশীল) নামকে প্রাধান্য দবিবে; এভাবে।

দুই: ঈমান ও তাওহীদরে মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার নকৈট্য চাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “হে আমাদরে রব! আপন্যা নাযলি করছেনে তার প্রতি আমরা ঈমান এনছেনি এবং আমরা এ রাসূলেরে অনুসরণ করছেনি, কাজহেই আমাদরেকে সাক্ষ্যদানকারীদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি।” [সূরা আলে ইমরান ৩:৫৩]

তনি: নকে আমলেরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য তালাশ করা। বান্দা রবরে কাছে নজিরে বশিদ্ধতম ও আশাপ্রদ আমলেরে মাধ্যমে চাইবে। যমেন: নামায, রযোযা, কুরআন তলাওয়াত ও হারাম থকে বঁচে থাকা প্রভৃতি। এর উদাহরণ হচ্ছে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি বর্ণতি বশিদ্ধ হাদীসে বর্ণতি ঘটনা। ঘটনাটি হলো, তনিজন ব্যক্তি গুহায় প্রবশে করার পর পাথর পড়ে গুহার প্রবশেদ্বার বন্ধ হয়ে গেলে। তখন তারা নজিদরে সবচয়ে বশে আশাপ্রদ আমলেরে মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চায়। এর আরো উদাহরণ হলো: বান্দা আল্লাহর কাছে নজিরে মুখাপকেষতি প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে চাওয়া; যমেনটা আল্লাহ তায়ালা তার নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম থকে উদ্ধৃত করছেনে: “আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়ছেনি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।” [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩] কথিবা বান্দা নজিরে প্রতি নজিরে অন্যায় উল্লেখ করে এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপকেষতি দিয়ে চাওয়া; যমেনটা আল্লাহ তায়ালা তার নবী ইউনুস আলাইহিস সালামরে থকে উদ্ধৃত করছেনে: “আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নহে, আপনি কতই না মহান ও পবিত্র। নশ্চিয়ই আমি অন্যায়কারীদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গছেনি।” [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭]

এই বধে ওসলির হুকুম প্রকারভদে বিভিন্ন রকম হবে। কছি ওসলি ওয়াজবি, যমেন: আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও তাওহীদরে মাধ্যমে নকৈট্য তালাশ করা। আর কছি ওসলি মুস্তাহাব, যমেন: অন্য সব নকে আমলেরে মাধ্যমে নকৈট্য চাওয়া।

নষিদ্ধি বদাতী ওসলি হলো:

এমন কথা, কাজ ও বশ্বাসরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য অন্বষণ করা যগেলো তনি পছন্দ করনে না বা যগেলোর প্রতি তনি সন্তুষ্ট নন। যমেন: মৃতব্যক্তি বা অনুপস্থতি ব্যক্তিদিরেকে ডাকার মাধ্যমে কথিবা তাদের কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য অন্বষণ করা। এটা বড় শরিক যা মুসলমি মলিলাত থকে বরে করে দেয়ে এবং তাওহীদকে বাতলি করে দেয়ে। আল্লাহকে ডাকা (দোয়া করা); সটো যাচনাসূচক হকেক; যমেন: কল্যাণ লাভ বা ক্షতি প্রতিহিত করার যাচনা কথিবা ইবাদতসূচক হকেক, যমেন: তাঁর সামনে বনীত ও ভঙ্গুর হওয়া; এর কোনোটো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা জায়যে নহে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে এমনটা করলে সটো দোয়াতে শরিক। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আর তোমাদরে রব বলছেনে, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদরে ডাকে সাড়া দবে। নশ্চিয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থকে বশ্বিখ থাকে, তারা অচরিহে জাহান্নামে প্রবশে করবে লাঞ্ছতি হয়ে।” [সূরা গাফরি ৪০:৬০] আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিরি পরণতি বর্ণনা করছেনে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা থকে অহমকি করে। সটো অন্য কারো কাছে দোয়া করার মাধ্যমে কথিবা

অহমকি ও বড়াইয়ের কারণে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছড়ে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা বনিতভাবে এবং গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো।” [সূরা আল-আরাফ ৭:৫৫] আল্লাহ তার বান্দাদেরকে নরিদশে দয়িচ্ছেনে তাঁর কাছই দোয়া করতঃ; অন্য কারো কাছে নয়। আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন: “আল্লাহর কসম! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নমিজ্জতি ছলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টকিলরে রবরে সমকক্ষ গণ্য করতাম।” [সূরা আশ-শুআরা ২৬:৯৬-৯৭]

যা কছির কারণে আল্লাহ ছাড়া ভনি কটে ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহর সমান হয়ে যায় সে সব-ই মহান আল্লাহর সাথে শরিক হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর সে ব্যক্তরি চয়ে বশেি বিভিন্নত ক, যে আল্লাহর পরবিততে এমন কাউকে ডাকে যে কযিমতরে দনি পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দবে না? এবং যারা তাদের ডাক সম্বন্ধেও বখেবর। আর যখন কযিমতরে দনি মানুষকে একত্র করা হবে তখন এরা হবে তাদের শত্রু এবং এরা তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।” [সূরা আহক্বাফ ৪৬:৫-৬]

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরও বলেন: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও ডাকে; তার কাছে এর সপক্ষ্যে কোন প্রমাণ না থাকা সত্বেও; তার হিসাব হবে তার প্রভুর কাছে। নিশ্চয় কাফরেরা সফলকাম নয়।” [সূরা আল-মুমিনুন ২৩:১১৭] অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকেও ডাকে সেই ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়াও সেই অন্যকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করল বলে আল্লাহ উল্লেখ করছেন।

তনি আরো বলেন: “আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খজেরে আঁটির আবরণেরেও মালকি নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদি তারা শুনত তোমাদের ডাকে সাড়া দতি না। আর কযিমতরে দনি তারা তোমাদের এ শরীক স্থাপনকে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞেরে মত কটে আপনাকে অবহতি করবে না।” [সূরা ফাতরি ৩৫:১৩-১৪] আল্লাহ উক্ত আয়াতে বর্ণনা করলেন যে একমাত্র তনিই দোয়ার হকদার। কারণ তনিই মালকি ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী; অন্য কটে নয়। অন্যান্য উপাস্যগুলো ডাক শুনতই পায় না; দোয়াকারীর ডাকে সাড়া দেওয়া তো দূরে বসিয়। যদি ধরে নয়ো হয় যে, তারা শুনবে তবুও তারা সাড়া দতি না। কারণ সগুলো উপকার ও ক্ষতিকরার মালকি নয় এবং সে রকম কছির করার ক্ষমতা সগুলোর নেই।

আরবরে যে সকল মুশরকিদরে প্রতিদাওয়াত দয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্ররেতি হয়েছিলে, তারা কাফরে হওয়ার কারণ দোয়ার ক্ষত্রে শরিক করা। কারণ তারা বপিদাপদরে মুহুর্তে ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনষ্টি করে দোয়া করত। তারপর সুখ-প্রাচুর্যরে সময়ে তাঁর সাথে অন্যরে কাছে দোয়া করে তাঁকে অস্বীকার করত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন: “অতঃপর তারা যখন নটোন আরোহণ করে, তখন তারা আনুগত্যে বশিদ্ধ হয়ে একনষ্টিভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তনি যখন স্থলে ভড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শরিকে লপিত হয়।” [সূরা আল-আনকাবুত ২৯:৬৫] তনি আরো বলেন: “আর সাগরে যখন তোমাদেরকে বপিদ স্পর্শ করে তখন শুধু তনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা ডকে থাক তারা



হারিয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্খলনে আনলে তখন তোমরা মুখ ফরিয়ে নাও। [সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৬৭] তিনি বলেন: “এমনকি তোমরা যখন নতীয়ানে আরোহন কর এবং সগেলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিকি থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, তারা নশ্চিতি ধারণা করে যে, তারা ধ্বংসেরে কাছাকাছি তখন তারা ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনষ্টি করে তাঁকে ডাকে।” [সূরা ইউনুস ১০:২২]

বর্তমান কছি মানুষেরে শরিক পূর্ববর্তী লোকদেরে শরিককে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যেরে জন্য নানাপ্রকার ইবাদত করে থাকে; যমেন: দোয়া করা, বপিদে সাহায্য প্রার্থনা; এমনকি চরম বপিদে মুহুর্তেও। লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নই, সামর্থ্য নই)। আমরা আল্লাহর কাছে নরিপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

আপনার সঙ্গী আপনাকে যা বলছেন এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: মৃত ব্যক্তির কাছে চাওয়া শরিক। আর যে কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কটে করতে পারে না সেটো জীবতি কারো কাছে চাওয়াও শরিক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।